দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 30 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঝিনাইদহে কোচিং সেন্টার ও কিন্ডার গার্টেন স্কুলের নামে প্রতারণার ব্যবসা

মোস্তফা মাজেদ ঃ দেশী-বিদেশী নামের ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টার ও কিন্ডার গার্টেন স্কুলের নামে এক ধরনের প্রতারণার রমরমা ব্যবসা চলছে ঝিনাইদহ শহর ছাড়াও জেলার সর্বত্র। ক্যাডেট কলেজে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ভালো ফলাফল করিয়ে দেবার বাহারি ব্যানার-পোস্টার লাগিয়ে ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের আকৃষ্ট করার জন্য চলছে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা এবং কৌশল। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এমনকি ছোট ছোট বাজারেও বিদেশের নাম করা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের মত নাম দিয়ে কোচিং সেন্টার খুলে যারা কোচিং-এর নামে প্রতারণার বাণিজ্যে নেমেছে তাদের অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এমন পর্যায়ে যে, কলেজের ছাত্র তো পরের কথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভালো করে পড়ানোর যোগ্যতাও তাদের নেই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গোটা জেলায় প্রায় ৩শ'র মত কোচিং সেন্টার এবং আবাসিক-অনাবাসিক স্কুল আছে। এর মধ্যে ঝিনাইদহ শহরেই আছে শতাধিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোচিং সেন্টার আছে ৩০টির বেশী। ক্যাডেট কলেজে এবং ভালো ফলাফল করিয়ে দেবার আবাসিক এবং অনাবাসিক কোচিং স্কুল আছে ব্যাঙের ছাতার মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বেকার ছেলেরাই এখানকার বেশীরভাগ শিক্ষক। কোচিং সেন্টারের মালিকরা এদের নামমাত্র টাকা দিয়ে কয়েক মাস পরেই বিদায় দেয় এই বলে তাদের মেধা নেই। এভাবে নামমাত্র টাকায় নেয়া হয় আর বিদায় দেওয়া হয়। ক্যাডেট কলেজের নামে যেসব কোচিং সেন্টার আছে তাতে দু-একজন শিক্ষকের নাম ব্যবহার করে ব্যবসা করলেও তারা কোনদিনই আসেন না। নাম ব্যবহারের জন্য তাদের অনেককেই প্রতি মাসে কিছু অর্থ ধরিয়ে দেয়া হয়। এমন তথ্যও পাওয়া গেছে, আইএ পাস করেও অধ্যক্ষ সেজে বসে আছেন।

ঝিনাইদহে একটি ক্যাডেট কলেজ এবং শান্তিডাঙ্গায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থাকার কারণে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসে এসব কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়। এক পর্যায়ে অনেকেই যখন প্রতারণার কথা জানতে পারে তখন আর তাদের করার কিছুই থাকে না। তবে মোটামুটি মানসম্পন্ন কিছু কোচিং সেন্টার এবং আবাসিক-অনাবাসিক স্কুল যে নেই তা নয়, তা একেবারেই হাতে গোনা। এদিকে এসব কোচিং সেন্টার প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিলেও এদের কাছ থেকে আয়কর বা ভ্যাট আদায় করা হয় না। এছাড়া সরকারের শিক্ষা বিভাগ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী বিদ্যালয়ে পরিদর্শন করলেও এখানে তাদের পায়ের ছাপ পড়ে না। কারা এখানে শিক্ষকতা করেন, কতজন শিক্ষক আছে, কি তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্বঘোষিত অধ্যক্ষ বা পরিচালকের যোগ্যতা আছে কিনা তাদের সনদপত্র যাচাই-বাছাই করা উচিত। এসব কোচিং সেন্টার বা আবাসিক বাণিজ্যিক স্কুলগুলোকে আয়করের আওতায় এনে জবাবদিহিতার ব্যবস্থাও করা উচিত বলে অনেকেই দাবি করেছেন। তা না হলে শুধু ঝিনাইদহের ছাত্রছাত্রীরাই নয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরাও প্রতিনিয়ত প্রতারণার ফাঁদে পড়বে। কিন্ডার গার্টেন স্কুলের সাথে সংশ্লিষ্ট একজনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনিও একমত পোষণ করে বলেন, কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে গ্রামেগঞ্জে ব্যাঙের ছাতার মত কিন্ডার গার্টেন স্কুল এবং কোচিং সেন্টার গজিয়ে ওঠার কারণে শহরে ভাল দু-চারটার প্রতিও মানুষের নেতিবাচক ধারণা হচ্ছে। কারণ সবগুলোকে মানুষ একইভাবে ভাবছে। তিনি বলেন, সরকারের উচিত এ ব্যাপারে যাচাই-বাছাই করা। তা হলে যারা ভালো বেতন দিয়ে ভালো শিক্ষক দিয়ে কাজ করাচ্ছেন তাদের প্রতি ছাত্রছাত্রীরা ইতিবাচক ধারনা পোষণ করবে এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা প্রতারণার হাত থেকে রেহাই পাবে।